আলুর লেইট ব্লাইট বা মড়ক রোগ প্রতিরোধ/প্রতিকার এ করণীয়

রোগের লক্ষণঃ

- রোগের আক্রমণে প্রথমে গাছের গোড়ার দিকের পাতায় ছোপ ছোপ ভেজা হালকা সবুজ গোলাকার বা বিভিন্ন আকার দাগ দেখা যাবে এবং দ্রুত কালো রং ধারণ করে পাতা পঁচে যাবে এবং গাছ মারা যাবে।
- সকাল বেলা আলু জমিতে গেলে আক্রান্ত পাতার নিচে সাদা পাউডারের মত জীবানু দেখা যাবে।

অনুকূল আবহাওয়াঃ

নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি (মধ্য কার্তিক থেকে মধ্য ফাল্গুন) যে কোন সময় নিম্ন তাপমাত্রা (রাতে ১০-১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দিনে ১৬-২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস) কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘলা আবহাওয়া ও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এ রোগ বিস্তারে সহায়ক। বাতাস, বৃষ্টিপাত ও সেচের পানির সাহায্যে এ রোগের জীবানু আক্রান্ত গাছ থেকে সুস্থ গাছ দ্রুত বিস্তার ঘটে।

রোগ হওয়ার পূর্বে করণীয়ঃ

- নিয়মিত আলু ক্ষেত পরিদর্শণ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- রোগের অনুকূলে আবহাওয়া পূর্বাভাস পাওয়ার সাথে সাথে রোগ প্রতিরোধের জন্য ৭ দিন পর পর ম্যানকোজেব গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক যেমন-ডাইথেন এম-৪৫ বা ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা পেনকোজেব ৮০ ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করে গাছ ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় আক্রান্তের ২-৩ দিনের মধ্যেই এ রোগ মহামারী আকার ধারণ করতে পারে।
-

রোগ হওয়ার পর করণীয়ঃ

- আক্রান্ত জমিতে রোগ নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত সেচ প্রদান বন্ধ করতে হবে।
- নিজের বা পার্শ্ববর্তী ক্ষেতে রোগ দেখা মাত্রই ৪/৫ দিন পর পর নিম্নবর্ণিত গ্রুপের যে কোন অনুমোদিত ছত্রাকনাশক বা মিশ্রন পর্যায়ক্রমে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করে গাছ ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।
- এক্রোবেট এম জেড (ম্যানকোজেব ৬০% + ডাইমেথোমর্ফ ৯%) অথবা
- কার্জেট এম ৮ (ম্যানকোজেব ৬৪% + সাইমোক্সানিল ৮%) অথবা
- সিকিউর ৬০০ ডব্লিউজি (ম্যানকোজেব ৫০% + ফেনামিডন ১০%) অথবা
- মেলোডি ডুও ৬৬.৮ ডব্লিউপি (প্রোপিনের ৭০% + ইপ্রোভেলিকার্ব) ৪ গ্রাম+সিকিউর ৬০০ ডব্লিউজি ১ গ্রাম।

সতর্কতাঃ

গাছ ভেজা অবস্থায় জমিতে ছত্রাকনাশক স্প্রে না করাই ভাল। আর যদি স্প্রে করতেই হয় তাহলে অনুমোদিত মাত্রার ছত্রাকনাশকের সাথে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে সাবানের গুড়া মিশিয়ে নিতে হবে।